‘আমার স্বামীর মাথা কেটে ফুটবল খেলার আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে’

‘আমার স্বামীকে কুপিয়ে হত্যা করে তাঁর মাথা কাটে ফুটবল খেলেছিলো। সেই মামলার আসামিরা এখন দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কেউ জামিন নিয়ে বাইরে আইছে। যাদের ফাঁসির আদেশ হইছিলো তারা নাকি ক্ষমা পেয়েছে। আমার সন্তানদের এতিম করা আসামিরা এখন বুক ফুলায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এসব দেখতি হচ্ছে আমাগের। এ আবার কেমন বিচার। আমি আল্লার কাছে বিচার দিছি। সেই সব বিচার করবে।’ এমন ক্ষোভের কথা বলছিলেন ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রামের নিহত আলফাজ উদ্দিনের স্ত্রী সম্পতি নেছা|

সম্পতি নেছা জানান, জমি ও পূর্ব শত্রুতার জেরে কুলবাড়িয়াা গ্রামের পূর্ব বাংলা কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য সার্জনের সাথে বিরোধ হয় তার স্বামী আলফাজের।

সেই শত্রুতার জেরে ১৯৯৯ সালের ৪ এপ্রিল রাতে পূর্ব বাংলা কমিউনিষ্ট পার্টির আঞ্চলিক নেতা হানিফের নেতৃত্বে সার্জন, আব্দুল মালেক, শহিদুল ইসলাম ওরফে জেন শহিদুল, শের আলী, জুর আলী, বেল্টু ওরফে তোয়াসহ কয়েকজন আলফাজকে কুপিয়ে হত্যা করে। শুধু তাই নয় তাকে কুপিয়ে হত্যা করে দেহ থেকে মাথা ছিন্ন করে ফুটবল খেলে। সেই ঘটনায় আলফাজের বাবা আনজেল আলী বাদি হয়ে হানেফসহ অজ্ঞাত ১৫ থেকে ১৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

পুলিশ সেই মামলায় ৭ জনকে অভিযুক্ত করে ওই বছরেই সেপ্টেম্বর মাসে চার্জশিট দাখিল করে| দীর্ঘ শুনানী শেষে ২০০১ সালের ২০ নভেম্বর আসামি সার্জন, হানিফ, শহিদুল ইসলাম ওরফে জেন, শের আলী, জুর আলী আব্দুল মালেক ও বেল্টু ওরফে তোয়াকে ফাঁসির আদেশ দেয়।

আসামি পক্ষ উচ্চ আদালতে আপিল করে। পরে নিহতের পরিবারে আবার শুরু হয় আদালতের বারান্দায় ছুটাছুটি। ২০০৪ সালে উচ্চ আদালত থেকে মামলায় আসামী সার্জন, হানেফ ও বেল্টুকে মৃত্যুদন্ড বহাল রাখে আর আসামী শহিদুল ইসলাম ওরফে জেন, শের আলী, জুর আলী ও আব্দুল মালেককে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করে।

তবে মৃত্যুদন্ডের আদেশ প্রাপ্ত সার্জন, হানেফ ও বেল্টুকে স্থানীয় সংসদ সদস্যর সুপারিশে সাধারণ ক্ষমা করেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি। এর মধ্যে হানেফ ২০২৫ সালে প্রতিপক্ষের গুলিতে দুই সহযোগীসহ নিহত হন।

নিহতের স্ত্রী সম্পতি নেছা অভিযোগ করে বলেন, ‘আমার স্বামীর হত্যায় সার্জনের মৃত্যুদন্ড দিলেও সে এখন জামিনে বের হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিভাবে একজন মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামী জামিন পেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমি সেটাই বুঝছি না। আর আসামি মালেক কিছুদিন জেল খেটে এলাকায় ফিরেছে। এখন নাকি আবার এলাকায় সংগঠিত হচ্ছে। আমার স্বামীকে মেরে এখন আবার আমার সন্তানকে হত্যা করতেও পারে তারা। আমরা তো সঠিক বিচার পেলাম না।’

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ জজ কোর্টের পিপি এসএম মশিয়ুর রহমান বলেন, ‘ঘটনাটি অত্যন্ত পরিতাপের। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে আবেদন করলে আমরা লিগ্যাল এইডের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রদান করব।

মেহেরপুরে বিএনপিতে মনোনয়ন নিয়ে কোন্দল প্রকাশ্যে

মেহেরপুরের দুই সংসদীয় আসন মেহেরপুর-১ ও মেহেরপুর-২ তে বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দল এখন প্রকাশ্যে। দলীয় প্রার্থী ঘোষণার পর থেকে দুই আসনেই বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করেছে, যার প্রভাব এখন প্রান্তিক পর্যায়ের নেতাকর্মীদের মধ্যেও পড়েছে।

মেহেরপুর-১ আসনে সাবেক সংসদ-সদস্য মাসুদ অরুণ এবং মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে সাবেক সংসদ-সদস্য আমজাদ হোসেনকে প্রাথমিক মনোনয়ন দেওয়ার পর থেকেই দুই আসনে ক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এর আগে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বৈঠকে স্থানীয় নেতারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন-যিনিই দলীয় মনোনয়ন পাবেন, সবাই ধানের শীষের পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবেন। কিন্তু দলীয় মনোনয়ন ঘোষণার পরই সেই অঙ্গীকার বাস্তবে রূপ নেয়নি।

গত বছরের ১৩ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয়ভাবে মেহেরপুর জেলা বিএনপিতে জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে আহ্বায়ক ও অ্যাড. কামরুল হাসানকে সদস্য সচিব করে কমিটি গঠনের পর থেকে বিরোধ শুরু হয়। মেহেরপুর সদর আসনে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান পক্ষ বুধবার রাতে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা করে এবং গত বৃহস্পতিবার রাতে মহিলা দলের বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

বিক্ষোভে কামরুল হাসানসহ বক্তৃতা করেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, পৌর বিএনপির সভাপতি লতিব বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক এহান উদ্দীন।

বিক্ষোভে দাবি করা হয়, মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা না করলে মেহেরপুর আসনে বিএনপির পরাজয় নিশ্চিত। তারা প্রকাশ্যে দলের মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুণের বিরুদ্ধাচরণ করেন। মনোনয়ন পাওয়া মাসুদ অরুণ ইতোমধ্যেই ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ শুরু করেছেন। তার নেতৃত্বে কর্মীরা গ্রাম-গঞ্জে প্রচার চালাচ্ছেন। মাসুদ আরুণ বলেন, দলীয় মনোনয়ন না পাওয়াতে ক্ষোভ থাকতেই পারে। তবে ঠিক হয়ে যাবে। একই আসনে জামায়াতের প্রার্থী মাওলানা মুহা. তাজউদ্দিন নেতাকর্মীদের নিয়ে দলীয় প্রতীকের পক্ষে আগে থেকেই সক্রিয়। শহর ও উপজেলার বিভিন্ন স্থানে প্রতীক সংবলিত তার পোস্টার ও ব্যানারে দেওয়ালজুড়ে ছড়িয়েছে নির্বাচনি আমেজ।

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে মনোনয়ন পাওয়া সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন পক্ষের সঙ্গে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসদ মিল্টন পক্ষের বিরোধ চরম আকার ধারণ করেছে। মঙ্গলবার দুপক্ষের সংঘর্ষ, ধাওয়া- পালটাধাওয়া, অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছে। এই দ্বন্দ্বে শুধু শীর্ষপর্যায় নয়, তৃণমূল নেতাকর্মীরাও বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। অনেকে মাঠে কাজ বন্ধ রেখেছেন, কেউ কেউ নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের গাংনী কার্যালয়ে এক যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যৌথ সভায় বক্তৃতা করেন, উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল হক, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, জেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, জেলা মহিলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লাইলা আরজুমান বানু প্রমুখ। সভায় আমজাদ হোসেনকে দেওয়া দলীয় মনোনয়ন বাতিলের

দাবিতে আগামী ২০ দিন শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়।

গাংনী আসনে জামায়াতের প্রার্থী নাজমুল হুদাও প্রচারে ব্যস্ত সময় পার করছেন। ফলে আসনটিতে বিএনপি ও জামায়াতের দুই হেভিওয়েট প্রার্থীর প্রচারণা প্রতিদ্বন্দ্বিতার নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

তিনটি হত্যাসহ একাধিক মামলার আসামী কৃষকলীগের সভাপতি। সমালোচনার ঝড়

তিনটি হত্যা, হত্যা প্রচেষ্টা মামলায় সাজাপ্রাপ্ত, চুরিসহ একাধিক মামলার আসামী আতিয়ার রহমান গাংনী উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। আর সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় এলাকায় আবারও শুরু হয়েছে আতংক।

তবে, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক ও জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন বললেন তার বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলা ষড়যন্ত্রমুলক।

দীর্ঘ ৫ বছর পর গত ২৯ জুলাই শুক্রবার বিকেলে গাংনী পাইলট হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ চত্বরে সম্মেলন শেষে রাতে কমিটি গঠণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। রাত ৮ টা থেকে শুরু হয়ে রাত ২ টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলে। ৩৫০ জন কাউন্সিলর ভোট প্রদান করেন।

কাউন্সিলে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় কৃষকলীগের নেতৃবৃন্দ ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি, সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেকসহ আওয়ামীলীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের উপস্থিত ছিলেন।
কমিটিতে আতিয়ার রহমানকে সভাপতি ও মশিউর রহমান পলাশকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়েছে।

আতিয়ার রহমান গাংনী উপজেলার লক্ষিনারায়নপুর ধলা গ্রামের সাইফুল

ইসলাম ওরফে সইফুদ্দীনের ছেলে।
গাংনী থানা সূত্রে জানা গেছে, আতিয়ার রহমানের নামে ১৪৩/৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩২৬/৩২৬-৪/৩০৭/৩০২/৫০৬/১১৪/৩৪ দন্ডবিধিতে গাংনী থানার মামলা নং ৯. তারিখ ৯/১১/২০২১ ইং।
গাংনী থানার মামলা নং ৩৪. তারিখ ৩০/০৭/২০১৭ ইং, দন্ডবিধি ১৪৩/৩৪১/৩২৬/৩০২/
গাংনী থানার মামলা নং ১৬, তারিখ ১২/০৬/২০১৭ইং ধারা ১৪৩/৩২৩/৩২৬/৩০৭/৩৭১/৫০৬/১১৪ দন্ডবিধি।
মেহেরপুর সদর থানার মামলা নং ৯, তারিখ ৬/১০/২০১০ ইং, ধারা ৩৭৯/৪১১ দন্ডবিধি।

স্থানীয় মেম্বর ও লক্ষিনারায়নপুর ধলা গ্রামের টুটুল মেম্বর জানান, আতিয়ার নওপাড় গ্রামের ওমর আলীকে হত্যা প্রচেষ্টা চালায়। সে মামলার নং জিআর ১২/৯০। মামলায় ৭ বছর কারাদন্ড হয়। ২০০৩ সালের কাথুলি ইউনিয়নের সংরক্ষিত নারী সদস্য আলেয়া খাতুনকে প্রকাশ্যে দিবালোকে মাথায় কিরচি দিয়ে মারে। বর্তমানে আলেয়া মেম্বর পঙ্গু জীবন যাপন করছে। সে মামলায় ১ নং আসামী। ৯১ সালে ধলা গ্রামের নজিবুরকে পেটে ফলা দিয়ে ভুড়ি বের করে দেয়। ২০১৭ সালে বর্তমান মেম্বর টুটুলের বাড়িতে হামলা দলবল নিয়ে চলায় আতিয়ার ও তার লোকজন। এঘটনায় আতিয়ারকে ১ নং আসামীকে করে একটি মামলা হয়। মামলা নং ১৮৭/১৭ ইং। ২০১৭ সালের ২৯ জুলাই এনামুল হক নইলুকে হত্যা করে। হত্যা মামলার ১ নং আসামী। মামলা নং সেসন ১৬৯/১৮ ইং। ২০১১ সালের ৮ নভেম্বর সকালে দুই সহোদর জাহারুল ও সাহারুল ইসলাকে প্রকাশ্যে দিবালোকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। মামলায় ১ নং আসমী সে। ধলার বিল নিয়ে আতিয়ারের সাথে বিরোধের জের ধরে ২০০০ সালে সাইদুল হোসেন খুন হন। সাম্প্রতিক সময়ে জোড়া খুন মামলায় কারাবন্দী থেকে জামিনে মুক্ত হন তিনি।

সরকার দলীয় কয়েকজন নেতা ও কৃষকলীগের নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, একাধিক হত্যা, চুরিসহ বেশ কয়েকটি মামলার প্রধান আসামী আতিয়ার। এসব হত্যা মামলায় সে বারবার জেল খেটেছেন। এধরনের মানুষকে সভাপতি দেওয়া ঠিক হয়নি। আতিয়ারকে সভাপতি করাই দলের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে। তাকে সভাপতির পদে দাঁড়াতে দেওয়াই ঠিক হয়নি।

গাংনী সরকারী কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আব্দুর রশিদ বলেন, হত্যা মামলার আসামী ও ও জেল খাটা আসামী যদি একটা রাজনৈতিক দলের সহযোগী সংগঠণের সভাপতি হয় এর চেয়ে খারাপ

কিছু হতে পারেনা। ভবিষ্যাতে এর খারাপ ফল রাজনীতিবিদদেরই ভোগ করতে হবে।

মেহেরপুর জেলা সুজনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ জাকির হোসেন বলেন, রাজনীতিতে ফ্রেস এবং নির্ভেজাল মানুষকে নেতৃত্ব দেওয়া উচিৎ। হত্যা মামলার একজন আসামীকে রাজনৈতিকভাবেই বেমানান দেখাবে। তাকে মানা না মানা নিয়ে রাজনৈতিক দলের মধ্যেই কথা উঠবে। এছাড়া ভবিষ্যতে রাজনৈতিক বিশৃংখলা দেখা দেবে।

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক বলেন, কৃষকলীগের আলাদা গঠনতন্ত্র রয়েছে। গঠণতন্ত্র মোতাবেক কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতাদের উপস্থিতিতে কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩৫০ জন কাউন্সিলরের মধ্যে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে আতিয়ার রহমান সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে। হত্যাসহ ৮ মামলার আসামি কিভাবে কৃষকলীগের সভাপতি হলেন? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আতিয়ারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এসকল মামলা করা হয়েছে।

জেলা কৃষক লীগের সাধরণ সম্পাদক ওয়াসিম সজ্জাদ লিখনও অভিন্ন সুরে বলেন,আতিয়ারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মামলার আসামি হয়েছেন। কাউন্সিলদের প্রত্যক্ষ ভোটে তাকে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।